চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২২ জুন '২০২৩খ্রি.

চট্টগ্রামে ১০০ দিনের মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেছেন মেয়র

ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়াসহ মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে ১০০ দিনব্যাপী মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ সম্মুখ চত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন, আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি গবেষণাদল গঠন করি। উনাদের বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শের আলোকে বিমানবাহিনী থেকে আগামী পাঁচ মাসের জন্য মশা নিধনের ওষুধ মজুদ করা হয়েছে। আমরা ৫৭ টি হটস্পটসহ ৪১টি ওয়ার্ডে ১০০ দিনব্যাপী ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করব।

"চসিকের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের পাশাপাশি দেড় হাজার আরবান ভলান্টিয়ার এবং রেড ক্রিসেন্টের কর্মীরা এ ক্রাশ প্রোগ্রামকে সফল করতে কাজ করবেন। অনেকে ছাদ বাগান করলেও ফুলের টবসহ বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা পানি পরিষ্কার করেননা, আবার চসিকের কর্মীরা গেলেও পরিষ্কার করতে দেননা। এ অবস্থা প্রতিরোধে প্রয়োজনে ড্রোন কিনে ছাদ পর্যবেক্ষণ করে জরিমানাসহ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হবে। উদ্বোধনের পর সাধারণ মানুষের হাতে সচেতনতামূলক লিফলেট তুলে দেন মেয়র।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার শামীম আহসান বলেন, এবছর ডেঙ্গুতে যে কজন রোগী মারা গেছেন তারা সবাই হাসপাতালে একদম শেষ পর্যায়ে ভর্তি হতে এসেছিলেন। অথচ অসুস্থতার প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে হয়তো তাদের বাঁচানো যেত। একারণে জনগণের প্রতি আহবান আপনারা ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হোন, চিকিৎসা নিন, সুস্থ থাকুন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সাহেনা আক্তার জোর দেন সচেতনতার উপর। তিনি বলেন, সবাই ঘরের আশেপাশে মশা জন্মানোর মতো স্থান থাকলে তা পরিষ্কার করুন।

মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর নূর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর রুমকি সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. হাফিজুল ইসলামসহ চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

কোরবানির চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলারোধে কাজ করবে চসিক

ঈদ-উল-আযহায় কুরবানিকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে সমন্বয় সভা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, কোরবানির চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলারোধে সংশি-ষ্ট সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে চসিক। চট্টগ্রাম শহরে পার্শ্ববর্তী এলাকার কোরবানির পশুর চামড়া প্রবেশ রোধ করতে পারলে শহরের কোরবানিদাতারা ভাল দামে চামড়া বিক্রি করতে পারবেন, ফলে সব চামড়া বিক্রি হয়ে গেলে নগরীতে পরিত্যক্ত চামড়ার কারণে বর্জ্য তৈরি হয়ে মানুষ কষ্ট পাবেনা।

"মুরাদপুর থেকে অক্সিজেনের সড়কটি কোরবানির চামড়া পারাপারের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সংস্কারকাজের কারণে এ সড়কে চামড়া পরিবহন যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়টি সিডিএ এবং ট্রাফিক বিভাগ নিশ্চিত করতে পারলে আশা করা যায় কোরবানির ঈদে চামড়া নিয়ে সব ধরনের সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।"

সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, চসিকের বর্জ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, নুরুল হক, ছালেহ আহম্মদ চৌধূরী,কাজী নুরুল আমিন, মোঃ এসরারুল হক, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আকবর আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী মীর্জা ফজলুল কাদের, তৌহিদুল হাসান, চসিকের উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলমসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, এডিসি পংকজ দত্ত, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শাহিনা সুলতানা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাসুদ রানা, বিসিকের ডিজিএম নিজাম উদ্দিন, ভোক্তা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. ফয়েজ উল্যাহ, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রোমানা আকতার, জেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার ডা. মো. আলমগীর এবং বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতির সভাপতি নুরুল কবিরসহ চামড়ার আড়ৎদাতরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮